ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া

কখনো কখনো হয়ত আপনার মুখের একপাশে কিংবা দাঁতে, কপালে, চোখের পাশে, গালে, চোয়ালে বৈদ্যুতিক শকের মতো অসহ্য তীব্র ব্যথা হচ্ছে, যেন ব্যথায় মরেই যাবেন কিংবা ব্যথা আর সহ্য করতে পারছেন না বলে আত্বহত্যা করে ফেলি এমন অবস্থা, অনেকে আবার না বুঝে দাঁতের সমস্যা মনে করে কয়েকটি দাঁত ফেলেও দিয়েছেন কিন্ত কোন কিছুতেই কোন লাভ হলোনা . . . . এমন হলে ধারণা করতে হবে আপনি ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া নামক শারীরিক রোগে আক্রান্ত এবং আপনার দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া কি?

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া সাধারণত টিক (TIC) ডৌলরেক্স নামেও পরিচিত এবং এটি মুলত মস্তিস্কজনিত সমস্যা। আমাদের মস্তিস্ক থেকে অসংখ্য স্নায়ু বা নার্ভ শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত আছে যার মাধ্যমে আমরা শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করি ও অনুভূতি টের পাই। ঠিক তেমনি মস্তিস্ক থেকে যে নার্ভ বা স্নায়ুটি আমাদের মুখমন্ডলে প্রবাহিত রয়েছে তার নাম হলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ট্রাইজেমিনাল নার্ভটির উৎস মস্তিস্ক হলেও এটি ৩টি শাখায় বিভক্ত হয়ে মুখমন্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, যথা ক. Opthalmic Division (কপাল, চোখ, নাক অংশ), খ. Maxillary Division (মুখের মাঝামাঝি ও গাল অংশ) ও গ. Mandibular Division (কান, দাঁত, চোয়াল অংশ) ব্যথা, অনুভুতি নিয়ন্ত্রন করে। কোন কারণে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ বা এর শাখা নার্ভগুলোর কার্যক্রম ব্যহত হলে এবং এর ফলশ্রুতিতে যে তীব্র ব্যথা হয় একেই বলা হয় ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া ।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া কেন হয়?

মুলত তিনটি কারণে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া হয়ে থাকে। প্রথমত, ট্রাইজেমিনাল নার্ভের আশেপাশে যদি কোন টিউমার থাকে তাহলে এই সমস্যা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ট্রাইজেমিনাল নার্ভের উপর যদি কোন রক্তনালীর চাপ থাকে তাহলে। বর্ধিত কিংবা আঁকাবাঁকা রক্তনালীর কারণে ট্রাইজেমিনাল নার্ভের সংকোচন ও অনিয়মিত কম্পন ঘটায় এবং তীব্র ব্যথার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া মুলত একটি নিউরোলজিকাল ডিজিজ বা মস্তিস্কজনিত রোগ অর্থ্যাৎ মস্তিস্কে কোন কমপ্লিকেশান দেখা দিলে তার প্রতিক্রিয়া ট্রাইজেমিনাল নার্ভেও পরিলক্ষিত হয়।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ কি?

এ রোগের সবচাইতে কমন লক্ষণ বা উপসর্গ হলো মুখের কোন একপাশে, দাঁত, মাড়ী, চোয়াল, কপাল, চোখ, গালে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হঠাৎ তীব্র ব্যথা শুরু হয়, যা প্রাথমিকভাবে কয়েক সেকেন্ড থেকে ২/১ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এরপর ব্যথা চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে, শীতের সময়ে, মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, দাড়ী কামানো ইত্যাদি সময়ে তীব্র ব্যথা শুরু হতে পারে। এই ব্যাথা এতই সুক্ষ ও তীব্র যে অনেক সময় মুখে শিরশিরে বাতাস লাগলেও রোগী শারিরীক ও মানসিকভাবে কাতর হয়ে

পড়েন। সাধারণত পঞ্চাশোর্ধ বয়সীদের, তুলনামূলকভাবে মহিলাদের, উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এমন রোগীদের এই সমস্যা বেশী পরিলক্ষিত হয়।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া নির্ণয়ের উপায়

প্রায়শই এই সমস্যার লক্ষণ দাঁতের ব্যথার সাথে সম্পর্কিত থাকায় অনেকে হাতের নাগালে থাকা ডেন্টিস্টের কাছে যান এবং অনেক সময়ই ভূল চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। যেহেতু এটি একটি মস্তিস্কজনিত সমস্যা তাই রোগীকে একজন নিউরোলজিস্ট এর নিকট চিকিৎসা নেয়া প্রয়োজন। ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া নির্ণয়ের জন্য একজন নিউরোলজিস্ট মুখের ব্যথার ধরণ, অবস্থান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এমআরআই এর মাধ্যমে মুখে কোন টিউমার, মাল্টিপল . . . আছে কিনা নির্ণয় করেন। যদি এইসব না থাকে তাহলে রক্তনালীর কোন সমস্যা আছে কিনা তা নির্ণয় করেন এবং ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগের মাত্রা নিরুপন করে প্রযোজ্য চিকিৎসা বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া চিকিৎসা?

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগের চিকিৎসা মুলত ৩ ধরণের। প্রথমত, নিউরোলজিস্টরা প্রাথমিক পর্যায়ে ঔষধের মাধ্যমে নিরাময়ের চেস্টা করেন। প্রথম দিকে কমমাত্রার ঔষধ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ধাপে ধাপে ঔষধের মাত্রা বাড়িয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, যখন শুধুমাত্র ঔষধে ব্যথা কমছে না তখন অপারেশন এর মাধ্যমে এর স্থায়ী সমাধান করা যায়। উল্লেখ্য যে, বেশীরভাগ মানুষই অপারেশন প্রক্রিয়ায় যেতে চায় না, বিশেষ করে ব্রেইন অপারেশন নিয়ে সবারই ভীতি কাজ করে (যদিও সাম্প্রতিক কালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কল্যানে বেশীরভাগ অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে)। এপ্রেক্ষিতে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগের ক্ষেত্রে নিউরোলজিস্টরা তৃতীয় যে চিকিৎসাটি প্রয়োগ করেন তা হলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভের গোড়ায় বা গ্যাংলিয়নে ইনজেকশান প্রয়োগ করা। এছাড়াও, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশান, স্টেরিওটেকটিক রেডিও সার্জারি ইত্যাদি যা বর্তমানে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসা হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।